কবিতা

সাঁঝের বেলার সুর

মিঠু ঘোষাল

সাঁঝাই নাম মেয়েটির, থাকে অনেক দূরে।
ডাকলে তাকে আসে কিন্তু, গানও শোনায় মাতাল সুরে।
সাঁঝাই নাম মেয়েটির, দেখতে ভারী ভালো
সাঁঝাই নাম মেয়েটির, দেহের গড়ন চাঁদের আলো।
চুল যেন তার অন্ধ কারা
বন্ধ কূপে বন্ধ যারা
দেখতে তাকে পায়না।
সাঁঝাই নামের মেয়েটি
স্বচ্ছ মনের আয়না।
কণ্ঠে ডাকে কোকিল তার বুকে গর্জায় বজ্র
আঁখি রশ্মির সামনে তার সবই সহজ দাহ্য।
সাঁঝাই নাম মেয়েটির, সাঁঝের বেলার সুর
আলো-আঁধারির মিতালি
সাঁঝাইই তো সেই গীতালি
তারই বাজু বন্ধে বাঁধা সুর ও অসুর।
সময় যেন চলার ছন্দ, পৃথ্বী পায়ের নূপুর
সাঁঝাই নাম মেয়েটির, সাঁঝের বেলার সুর।

দেবদাস

মিঠু ঘোষাল

নয় ও চাতক, চোখ বিছিয়ে মরু কিশোরি
খাঁটি সোনা মনটা যে তার স্বর্ণবর্ণা নব্যনারী।
আকুল যে তার কর্ণকুহর
আকুল দেহ,মন-কন্দর।
আকাশ ডাকে গুরুগুরু
বৃষ্টি তবে হোকনা শুরু।
মনের কথা মরুকিশোরী বলতে পেলোনা যে
মেঘরাজকে কোথায় পাবে?-সুদূর প্রবাসে।
ব্যস্ত তিনি,ব্যস্ত যে তাঁর কাজের শিডিউল
ত্রস্ত মেয়ে-ফুটবে কি তার মনের মুকুল?
চোখের তিতাস শুকিয়ে ফাঁকা,শুকনো আপেল আদমেরই,যাচ্ছে জ্বলে গা
বুকের ভিতর ঝড় যে কেন বৃষ্টি এলোনা?
মেঘরাজ তোর বিয়োগ ব্যথা কত সে আর সইবে?
মেঘরাজ তুই পড়ে গেছিস কোনও কি দুর্দৈবে?

নিরুপমা

মিঠু ঘোষাল

মিস ইউনিভার্স উপমা জোয়ারদার।
ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বাবা নাইট গাউনেও এখন কেতাদুরস্থ।
ছুঁড়ে দেন সোফার ওপর হাতের ম্যাগাজিনগুলো -
'যত্তসব রাবিশ। সংস্কৃতির অবমাননা!
হাঃ, মেয়েটা দিদু-দাদুর পা না ছুঁয়ে বাইরে যায়না আজও।'
সায়দাতা শ্রোতা তাঁরই অধঃস্তন। একসময়কার ক্লাসমেটও।
'আমার পমি ছোট্ট থেকেই যেমন স্মার্ট ব্রিলিয়ান্ট,তেমনই বিউটি কনসাস।'-
টিভির পর্দায় উপমার মায়ের ছবি।
সবথেকে মনোযোগী দর্শকও তিনিই।
নারীবাদীদের সঙ্গ বাদ দিয়েছেন আজকাল।
তাঁদের সঙ্গে বিবাদ ওঁর মেয়েকে নিয়েই।
ঐ বাড়িতেই অন্য ঘরে ফোন সামলে উঠতে পারছেনা রঞ্জনা শ্রীবাস্তবা
মিস ইউনিভার্সের সেক্রেটারি। -
'এই তো কিছু আগে শেষ হলো সাংবাদিক সম্মেলন।
তখন কেন জেনে নিলেননা বাণিজ্যিক স্বার্থ আছে কি নেই?'

রেখে দেয় ফোন। আবার বেজে ওঠে।
'প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিং শিগগিরই। ঠিক সময়ে জেনে যাবেন।'
আর যাতে না বাজে ব্যবস্থা করে ডায়েরি নিয়ে বসে রঞ্জনা -
একটু আগেই 'গুড নাইট' জানিয়ে এসেছে সে 'ম্যাম'কে।
মেড টেবিলে রাখলো দুধের গ্লাস।
রঞ্জনা বললো 'গুড নাইট ম্যাম'!
নির্বাক সেই বিশ্বজয়ী হাসি প্রত্যুত্তর!
পরনে ছিলো একটা নীল রঙের ছেঁড়া,পুরোনো নাইটড্রেস। -
আগে দেখেনি কখনো সেটাকে রঞ্জনা।
ঘুমুচ্ছে মেয়ে - ঘুমুচ্ছে কি সত্যিই মিস ইউনিভার্স!
নীল নাইটড্রেস পরনে। - কিনেছিলো যখন সে ছিলো অনামী।
রোজ স্কুলে যেতো।
দামী স্কুল।
তার হাত খরচ বেশী ছিলোনা।
সেই টাকাতেই কেনা - নীল নাইটড্রেস।
ছিঁড়ে গেছে, পিঁজে গেছে। তারই দায়িত্বে এখন মিস ইউনিভার্স!
পরম মমতায়, কোমলভাবে জড়িয়ে আছে উপমাকে তা।
উপমার চোখে জল। গড়িয়ে পড়ছে তার গালে।
গালের যেখানটায় ব্রণ, ঠিক তার ওপর।
অশ্রুকণার জীবাণুনাশক, আরোগ্যকারী ক্ষমতার কথা
অবশ্য বলেন ডাক্তাররা।
রঞ্জনা লিখে চলেছে তার ডায়েরি।
বই ছাপাবে একদিন। নাম - 'বিশ্বসুন্দরীর সাথে সুন্দর দিনগুলি।'
একটু নাক টেনে লিখে ফেলে সে -
'নীলরঙের ছেঁড়া মতো পুরোনো নাইটড্রেস -
ম্যাডামের একমাত্র সুপারস্টেশন।'

শক্তিরূপেন সংস্থিতা

মিঠু ঘোষাল

সুস্নাতা নামের একটি মেয়েকে আমি চিনি -
এক অনামী সৈনিকের স্ত্রী সে - ছিলো অখ্যাত এক গৃহবধূ।
সৈনিকটি যখন অবিশ্রান্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে.
ঠিক তখনই এক মহিলা সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে
সে জানিয়েছিলো তার একান্ত চাহিদার কথা -
একটা লালশাড়ী আর এক চিমটি সিঁদূরের অধিকার -
বিশ্ববিধাতার কাছে এই মাত্র ছিলো প্রার্থনা।
বিধাতার দরবারে মঞ্জুরি পায়নি তার সেটুকু চাওয়াও।
তার শাড়ী আর সিঁথির সমস্ত লালিমা নিয়েই অস্তমিত হয়েছিলো
সেদিনের রণক্লান্ত সূর্য।
শাড়ী আর সিঁথির রং বদলের সাথে সাথেই বদলে ফেলেছিলো
সুস্নাতা তার চাহিদাকেও। - সবাইকে অবাক করে দিয়ে।
এখন সে চায় সূর্যের আলোকে চিরজীবী করতে।
চায় শান্তির পারাবত নিরন্তর উড়ে চলুক আকাশে।
শুভ্রশুচি আঁচল তার ছড়ানো আজ বিশ্ব জুড়ে।
শঙ্খবলয়হীন মুক্ত দুটি হাতও দিগন্তপ্রসারী।
শহীদপত্নী শুধুই নয়, সুস্নাতা আজ বিশ্বকর্ত্রী,জগজ্জননী।

গান -

মিঠু ঘোষাল

আমার খুশীর সাথে তোমার কোথায় যেন যোগাযোগ।
তুমি এলেই ভুলে যাই এই জীবনের যোগবিয়োগ।। (মুখড়া)
আমার সকাল অন্ধকার
বুকের মাঝে পাথরভার।
শুধু তুমি এলে দূরে সরে যায় আছে যত দুঃখশোক।। (প্রথম অন্তরা)
আমার আকাশে চাঁদ নেই।
শুধু তোমার ডাকে সাড়া দিই।
উথলে ওঠে স্বপ্নদীঘি ছোঁওয়ার জন্য আমার চোখ।। (দ্বিতীয় অন্তরা)

গান -

মিঠু ঘোষাল

তোমার কাছেই বাঁধা আছে আমার জীবন মন।
মরুভূমিও তাই মনে হয় যেন মধুবন।। (মুখড়া)
পায়ের নীচে তপ্ত বালি
তবুও আমি পথ চলি
নিজের সাথেই কথা বলি
করি তোমায় স্মরণ।। (প্রথম অন্তরা)
জ্বালায় দেহ তপ্ত হাওয়া
ভাবি আমি ফুলের ছোঁওয়া।। (সঞ্চরী)
মেঘের ছায়া, বৃষ্টিহীন
মরুভূমির রাত্রিদিন
মনের বাতাস মধুময়
মনে চির ফাগুন।। (দ্বিতীয় অন্তরা)

গান -
মিঠু ঘোষাল

রং নাম্বারে ডায়াল করেছো
মেলেনি জীবন অঙ্ক তাই।
খুঁজেছো যাকে কী করে পাবে
এখানে তার ঠিকানা নাই।।
(মুখড়া)
দিয়েছিলে গো তুমি তাকে
অমূল্য যে ঐ মনটাকে
সে তো তোমায় চিনলোনা
মন দিয়ে মন কিনলোনা।
ভিখারির মতো শুধু ভরালো
নিজের ভিক্ষা পাত্রটাই।।
(প্রথম অন্তরা)
অপরাধী সে তোমার কাছে।
তার জন্যও তোলা আছে
মহাকালের ন্যায়বিচার।
কোনও ক্ষমা নেই যে তার।
একটা দিনেরই রাজা সে যে করুক শত বড়াই।।
(দ্বিতীয় অন্তরা)

গান -
মিঠু ঘোষাল

পিয়াল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদ মুখখানি চাঁদ যে ঐ লুকিয়ে দেখে।। (মুখড়া)
ঢেউ যে তোলে দীঘির জল
দুলে ওঠে ফুলের দল
তোমার ছায়ার, তোমার ছবির স্বপ্ন এঁকে।। (প্রথম অন্তরা)
শিশির ছোঁয় ঘাসের চোখ
রাত্রি ভোলে আলোর শোক
তোমার সুরের সৌরভ বুকে মেখে রেখে।। (দ্বিতীয় অন্তরা)